অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

মন্দিরা : কণ্ঠভরা বিষ

সমকাল প্রতিবেদক

নারীর বাঁকা চাহনিতে বহু হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ঘটে যেতে পারে। আর কণ্ঠ থেকে যদি ঝরে অহর্নিশ বিষ, তাহলে দুর্বিষহ হতে পারে প্রিয়ংবদা শব্দের মর্মার্থ। আর ভ্রূকুটি যে পুরো একটা দেশের ১৪ কোটি মানুষের যন্ত্রণা ও বিরক্তির কারণও হতে পারে, তার নজির রাখলেন এক ভদ্রমহিলা। ভারতের স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল স্যাট ম্যাক্সের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের বিশেষ উপস্থাপিকার ভূমিকায় রয়েছেন তিনি। নাম মন্দিরা বেদি। অনুষ্ঠানের নাম 'এক্সট্রা ইনিংস'। যেখানে ক্রিকেট, সেখানেই মন্দিরা। তবে সে ক্রিকেট হতে হবে ভারতীয় ক্রিকেট। অন্য দেশের সাফল্য নিয়ে, বিশেষ করে ভারতের বিপক্ষে, তার অ্যালার্জি কী পরিমাণ হতে পারে– এক্সট্রা ইনিংসে মন্দিরার উপস্থাপনা রীতিই তা বলে দেয়। এই মন্দিরা বেদির কণ্ঠে বিষ ঝরে বাংলাদেশ নামটি উচ্চারণের সঙ্গে। কেননা, বাংলাদেশের কাছে হেরে গিয়েছিল মন্দিরার ভারত।

এমন নয় যে, তিনি বলিউডের বড়মাপের কোনো নায়িকা। বহুকাল আগে দূরদর্শনে 'শান্তি' নামের এক মেগাসিরিয়ালের নাম ভূমিকায় ছিলেন মন্দিরা। এরপর আর ছোট বা বড় পর্দায় বড় চেহারায় পাওয়া যায়নি তাকে। সেই মন্দিরাই হঠাৎ লাইমলাইটে এসে গেলেন ক্রিকেটকে পুঁজি করে। অভিনয় ছাড়া, ক্রিকেটবিদ্যা কতটুকু তাও পরীক্ষিত নয়। তারপরও ক্রিকেট নিয়েই ক্যারিয়ার জমিয়ে তুলেছেন বেশ। তাতে আপত্তির বিশেষ কিছু হয়তো নেই, আবার আপত্তি না করেও পারা যায় না যখন ক্রিকেট মেধার শিকার হয় অন্য একটি দেশ। সে দেশের নাম বাংলাদেশ। চলতি বিশ্বকাপে যাদের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে মন্দিরা দেবির (বেদি) দেশ। রাহুল দ্রাবিড়ের দলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জেতার পর এক্সট্রা ইনিংসে দেখা গেছে মন্দিরার আস্ফালন। নানা তির্যক মন্তব্যে বাংলাদেশকে খাটো করে উপস্থাপনার চেষ্টা করেন তিনি। একটি দায়িত্বশীল মিডিয়ায় কর্মরত কারো কাছ থেকে আরেকটু নিরপেক্ষতায় প্রত্যাশিত। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, অনুষ্ঠানটির টাইটেলে বিশ্বকাপের প্রায় সব দলের সচিত্র উপস্থিতি থাকলেও ভারতের প্রতিবেশী দল বাংলাদেশই দৃষ্টিকটুভাবে অনুপস্থিত। তার ওপর বাংলাদেশ জিতলে সেটিকে বড় করে দেখাতে না চাওয়ার সযত্ন প্রচেষ্টাও দর্শকদের কাছে পরিষ্কার। নিজের দেশ হারলে দুঃখ তো হবেই, তাই বলে বিজয়ী দলকে কৃতিত্ব দিতে কার্পণ্য থাকবে কেন? অন্তত একজন ক্রিকেট বোধ সম্পন্ন ভাষ্যকারের কাছ থেকে সেটাই প্রত্যাশিত। মন্দিরা তা দেখাতে পারেননি। ঠিক সেভাবে পারেননি তার সহযোগী চারু শর্মা। খেলার জগতের মানুষদের জয়ের মতো পরাজয়কেও বরণ করার শিক্ষা নিতে হয়। স্পোর্টিং অ্যাটিচুড যাকে বলে।

সবশেষ রোববার রাতে বাংলাদেশ যখন বারমুডাকে হারিয়ে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিচ্ছে ভারতের বিশ্বকাপ স্বপ্নের কফিনে, সে সময় মন্দিরা যেন পুরোপুরি ভেঙে পড়েন। বিশেষ করে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে বাংলাদেশের ইনিংস শুরুর আগে নিতান্ত অকারণেই তিনি এমন আশার কথাও বলছিলেন যে, বারমুডা ফিল্ডিংয়ে দারুণ একটা কিছু করে দেখাবে। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা একটু হলেও চাপে পড়বে এ আভাসও ধ্বনিত হয় তার কণ্ঠে। ম্যাচ শেষে বিজয়ী বাংলাদেশকে নিয়েও তেমন উচ্ছ্বাস দেখাননি তিনি, যেমনটা দেখান ভারত জিতলে। আর এখানে একজন দায়িত্বশীল উপস্থাপিকা থেকে তিনি হয়ে যান আমজনতার যে কারো মতো সাধারণ সমর্থকমাত্র। মন্দিরা নিজেকে যত বড় ক্রিকেটবোদ্ধাই ভাবুন তা দিয়ে দ্রাবিড়দের হার যেমন এড়ানো যায় না, তেমনি ঠেকানো যায় না টাইগারদের জয়রথও।

Print

Editor: *Abed Khan*
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: **8802-9889821** *,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,*
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft